بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

এক নজরে কুরবানীর প্রয়োজনীয় মাসাইল

- কুরবানির নির্দিষ্ট দিনে (১০, ১১ এবং ১২ জিল হজ্জার সূর্য অস্তের পূর্বে) প্রত্যেক আক্কিল সাবালক মুসলমান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যারা ঋণ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতিত সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা কিংবা এর সমপরিমাণ সম্পদ বা টাকার মালিক, তাদের উপর কুরবানি করা ওয়াজিব।(এমন ব্যক্তিকে সাহেবে নিছাব বলা হয়)
- যে সমস্ত মহিলার কাছে অলঙ্কার কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলার সম পরিমাণ টাকা পয়সা আছে, তাদের উপরও কুরবানি করা ওয়াজিব।
- স্বর্ণ-রূপা ব্যবহৃত হোক কিংবা না হোক নিছাব পরিমান হলেই কুরবানি করতে হবে।
- যিনি ইনকাম করেন, টাকা পয়সার মালিক এবং সাহেবে নেছাব তাঁর নামে কুরবানি করা ওয়াজিব। সাহেবে নেছাব ব্যক্তি নিজের নামে কুরবানি না দিয়ে মা-বাবার নামে কুরবানি করলে তাহাঁর ওয়াজিব থেকে যাবে এবং গোনাহগার হবেন। এক পরিবারে যদি একাধিক ব্যক্তি আলাদা আলাদা ভাবে সম্পদের মালিক হন তাহলে শুধু এক নামে কুরবানি করা যথেষ্ট হবে না, বরং সকলের নামে কুরবানি করা ওয়াজিব।
- যে সমস্ত পশু দ্বারা কুরবানি করা জাইঝঃ- ছাগল, গরু, মহিষ, দুম্বা, উট ইত্যাদি। ছাগল ও দুম্বায় এক শরিক এবং গরু, মহিষ ও উটে সর্বউচ্চ সাতজন কুরবানি, আক্কিকা অথবা ওলিমার নিয়তে শরিক হতে পারবে।
- কুরাবিনর জন্য ছাগলের বয়স কমপক্ষে ১ বছর, গরু মহিষের ২ বছর এবং উটের ৫ বছর হয়া জরুরি।
- কুরবানির পশু ক্রয় করার পূর্বে শরিকদার নির্ধারন করা উত্তম। সকল শরিকদার এক সমান মূল্য দিয়ে শরিক হতে হবে, অন্যথায় কারো কুরবানি হবে না। মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা দুই ব্যক্তি এক অংশে শরিক হলে সকলের কুরবানি নষ্ট হয়ে যাবে।
- সম্ভব হলে একা কুরবানি করা উত্তম। আর যদি শরিক হতেই হয় তাহলে চেষ্টা করা নেক্কার ব্যক্তিদের সাথে শরিক হওয়া। যেহেতু কুরবানি করা একটি এবাদত এবং পবিত্র কাজ অতএব হালাল টাকায় কুরবানি করা জরুরি।
- শরিকে কুরবানী দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেককেই যাচাইবাছাই ছাড়া শরিক নিতে দেখা যায়। অধিকাংশ উপার্জন অথবা সম্পূর্ণ উপার্জন হারাম- এধরনের ব্যক্তিকেও শরিক নিয়ে নেওয়া হয়। অথচ এমন ব্যক্তির সাথে শরিক হওয়া জাইঝ নেই। সুতরাং এ ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত।
- কুরবানির পশু দেখতে সুন্দর, মোটাতাজা এবং দুষ মুক্ত হওয়া উত্তম।
- যে সমস্ত পশু দ্বারা কুরবানি হয় নাঃ- (ক) যে পশুর সম্পূর্ণ শিং ভাঙ্গা। (খ) একেবারে অন্ধ (গ) অত্যন্ত দুর্বল। (ঘ) যে পশুর এক তৃতীয় অংশের অধিক কান বা লেজ কাটা। (ঙ) যে পশুর অধিকাংশ দাত নেই অথবা চিবিয়ে খাওয়ার সামর্থ নেই। (চ) যে পশুর স্তন শুকিয়ে গেছে অথবা কেটে গেছে অথবা বাচ্চাকে দুধ পান করাতে অক্ষম সে পশু দ্বারা কুরবানি করা জাইঝ নেই।
- কুরবানির পশু নিজের হাতে জবাহ করা উত্তম। যদি নিজে জবাহ না করতে পারেন তাহলে অন্যের দ্বারা করাতে পারেন, কিন্তু উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকা উত্তম।
- কুরবানির নিয়ত শুধু অন্তর দ্বারা করা যথেষ্ঠ, মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। জবাহ করার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলা জরুরি।
- জবাহ করার আদবঃ- (ক) কুরবানির পশু কিছু দিন পূর্ব থেকে পালন করা। (খ) ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাহ করা। (গ) এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাহ না করা। (ঘ) হাত-পা বেঁধে টানা হেঁচড়া না করা । (ঙ) জবাহের অনেক পূর্বে থেকে হাত-পা বেঁধে না রাখা। (চ) এমন কোন কাজ না করা যার দ্বারা কুরবানির পশু খুব কষ্ট পায়। (ছ) জবাহের পরে চামড়া খালানোর জন্য তাড়াহুড়া না করা, যতক্ষণ পর্যন্ত পশুর প্রাণ না যায় অপেক্ষা করা।
- কুরবানি শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য দেওয়া হয়। অতএব মাংস খাওয়ার জন্য কুরবানির পশুকে জবাহের আগে-পরে কষ্ট দেওয়া মাকরুহ এবং অপছন্দনীয় কাজ, এমন নির্ম্ম কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকা প্রয়োজন।
- শরিকদারের কুরবানির মাংস পাল্লা দ্বারা ওজন করে ভাগ করা, অনুমান করে ভাগ না করা, অন্যথায় কারো কুরবানি সহি হবে না।
- কুরবানির মাংস তিন ভাগ করা উত্তম এবংসাওয়াবের কাজঃ- (১) এক ভাগ নিজের পরিবারের লোকদের জন্য রাখা (২) এক ভাগ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বন্টন করা এবং (গ) এক ভাগ গরিব মিসকিনদের ভাগ করে দেওয়া।
- কুরবানির মাংস মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জেন অথবা মাংস কাটাকাটি করনেওয়ালার পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জাইঝ নেই। আলাদা ভাবে নিজের পকেট থেকে পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া এবং শরিকদার হলে সকলের পক্ষ থেকে সমান ভাবে আদায় করে দেওয়া। জবাহকারী এবং মাংস কাটাকাটি করনেওয়ালার পারিশ্রমিক আগে নির্ধারণ করা জরুরি।

সংকলকঃ- মোঃ উমর ফারুক
বেজিমারা, সোনামুড়া, ত্রিপুরা
মোবাইলঃ- 9085354434